বাংলাদেশ সফরে আসা ওয়েস্ট ইন্ডিজ শিবিরে করোনার হানা

বাংলাদেশ সফরে আসা ওয়েস্ট ইন্ডিজ লেগস্পিনার হেইডেন ওয়ালশ জুনিয়রের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। বর্তমানে স্বেচ্ছা- আইসোলেশনে আছেন তিনি। করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় টাইগারদের বিপক্ষে আসন্ন তিন ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন তিনি।

বাংলাদেশে পৌঁছানোর আগে করোনা পরীক্ষায় নেগেটিভ আসে তার। তবে গত বুধবার (১৩ জানুয়ারি) ঢাকায় পিসিআর টেস্টে পজিটিভ রিপোর্ট আসে তার। পিসিআর টেস্টে নেগেটিভ রিপোর্ট না আসা পযর্ন্ত স্বেচ্ছা-আইসোলেশনে থাকবেন তিনি।

তবে সফরে থাকা ক্যারিবিয়ানদের আর কারও পজিটিভ রিপোর্ট আসেনি। আগামী ২০ জানুয়ারি ওয়ানডে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ। সফরে তিন ওয়ানডে ও দু’টি টেস্ট খেলবে ক্যারিবিয়ানরা।

মেহেরপুরে টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় গাঁড়াডোব কাজলা ক্রীড়া আয়োজিত গাঁড়াডোব টি ২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২১ এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে কাজলা ক্রীড়া চক্র এর সহ-সভাপতি আজিজুল হক মাস্টার এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউ বম্বে ব্রেড এন্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরী ওনার আবুল কালাম।

এসময় তিনি বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা মানুষের শরীর ও মনকে সতেজ রাখে। শরীর ভালো থাকলে মন আর মন ভালো থাকলে জীবনে

নতুন উদ্যোমে সবকিছুই ভালো লাগে। খেলা হচ্ছে সেই ভালো থাকার খোরাক। গাঁড়াডোব গ্রামের কাজলা ক্রীড়া সংস্থাদের এমন মহৎ উদ্যোগে সত্যি আমি গর্বিত। খেলা শিক্ষার্থীদের মন জগতে আনন্দ উদ্দীপনার খোরাক হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করি।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, কাজলা ক্রীড়া চক্র এর সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান খান, মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, মেহেরপুর বিসিবি এর ক্রিকেট কোচ হাসানুজ্জামান হিলন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, আতিকুর রহমান, শরিফদ্দিনসহ ৩২ দলের ক্রিকেট অধিনায়ক।

অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন ফয়সাল আহম্মেদ।

ধোনির ব্যবসায় ধস, মেরে ফেলা হচ্ছে আড়াই হাজার মুরগি!

ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির মুরগির ব্যবসা বেশ ভালোই চলছিল। কিন্তু এই করোনার মহামারীতে বার্ড ফ্লু ছড়িয়েছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। তাই হঠাৎ করেই মুরগির অর্ডার বাতিল করে দিয়েছেন ধোনি। একজন মুরগি ব্যবসায়ী হিসেবে বেশ শঙ্কায়ও রয়েছেন তিনি।

ধোনির পোলট্রি ফার্মে কড়কনাথ মোরগ ও মুরগি প্রতিপালন করছেন। কিন্তু যেখান থেকে ধোনি কড়কনাথ মুরগির ছানা কিনেছিলেন সেখানে বার্ড ফ্লু ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে এমন আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, ধোনির ফার্মের অন্তত আড়াই হাজার কড়কনাথ মুরগিকে মেরে ফেলা হতে পারে।

কড়কনাথ মুরগিতে প্রচুর পরিমাণে মাংস পাওয়া যায়। সবচেয়ে দামি মুরগির ডিমও এই কড়কনাথের। কড়কনাথ প্রজাতির মুরগি যেগুলো ডিম দেয়, সেগুলোর দাম বাজারে ৩ থেকে ৪ হাজার রুপি। যদি মুরগির ছানা

থেকে মুরগি তৈরি করা হয় তাহলে ৬-৭ মাসে সেটা ডিম দেওয়ার মতো তৈরি হয়ে যায়।

ভারতে কড়কনাথ মুরগির ছানার দাম ৮০ থেকে ১০০ রুপি হয়। কোটা, রাজস্থানে কড়কনাথ মুরগির ব্যবসায়ীর মতে বাজারে এই মুরগির মাংস ও ডিমের চাহিদা বেশি। তুলনায় যোগানও কম। তাই এই মুরগির কোনো ফিক্সড রেট নেই। বাজারে এখন একটি কড়কনাথ মুরগির ডিমের দাম ২০ থেকে ৩০ রুপি।

১২ বছর বয়সে বাবার মৃত্যু, অতঃপর জামাকাপড় বিক্রি করে হনুমার স্বপ্ন পূর্ণ করেন মা!

হনুমা বিহারী, ভারতীয় ক্রিকেট দলের উদীয়মান তারকা। সোমবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিডনি টেস্ট ড্র করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন হনুমা। তার দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ পরাজয়ের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনে ভারতকে।

এই ইনিংসে তিনি ১৬১ বল খেলে ২৩ রানে অপরাজিত ছিলেন। পরিস্থিতির বিচারে তার এই ইনিংসই অমূল্য হয়ে ওঠে। ম্যাচ ড্র করতে এমন ইনিংসই দরকার ছিল ভারতের জন্য।

ঘরোয়া ক্রিকেট এবং আইপিএল-এ ভাল পারফরম্যান্সের সুবাদে সুযোগ পেয়েছিলেন জাতীয় দলে। টেস্ট অভিষেক হয়েছে আড়াই বছর আগে। জাতীয় দলের তরুণ তুর্কিদের মধ্যে অন্যতম হনুমা বিহারীর প্রতিরোধের সাক্ষী থাকল সিডনির মাঠ।

পুরো নাম হনুমা বিহারী। জন্ম ১৯৯৩ সালের ১৩ অক্টোবর, অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়ায়। তার বাবা ছিলেন সাধারণ চাকুরে। মা, গৃহবধূ। মাত্র ১২ বছর বয়সে বাবা সত্যনারায়ণকে হারান হনুমা বিহারী। সংসারের হাল ধরতে কাজ শুরু করেন মা।

হায়দরাবাদে মেয়েদের একটি জামাকাপড়ের দোকান চালান তার মা

হনুমা। অফ ফর্ম থেকে বেরিয়ে এসে সিডনিতে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে সম্ভবত জীবনের সেরা ইনিংস খেললেন সোমবার। চোট পাওয়া অবস্থাতেই কার্যত অসাধ্যসাধন করলেন তিনি।

তার সঙ্গে যোগ্য সঙ্গী ছিল অশ্বিন। শরীরের সর্বাঙ্গে আঘাত পেয়েও দাপুটে ব্যাটিং করে গেলেন ‘বোলার’ অশ্বিন। চাপের মুখে অশ্বিন-হনুমার দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ পরাজয়ের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনল ভারতকে।

পাহাড়ের মতো মাটি কামড়ে লড়াই করেছেন অশ্বিন এবং হনুমা। অশ্বিন ১২৮ বলে ৩৯ এবং হনুমা ১৬১ বলে ২৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। তাদের প্রতিরোধ টেস্ট ম্যাচের সাম্প্রতিক অতীতে ম্যাচ বাঁচানোর সেরা লড়াইয়ের মধ্যে অন্যতম হয়ে থাকল।

নিজের মেন্টর তথা ভারতীয় দলের অতীতের দুর্ভেদ্য রক্ষণ রাহুল দ্রাবিড়ের জন্মদিনে নিজের সেরাটা উজাড় করে দিলেন হনুমা। মায়ের আদরের ‘কন্ন’।

আজ যেখানে তিনি পৌঁছেছেন, তার কৃতিত্ব পুরোটাই মাকে দেন হনুমা বিহারী। তার কথায়, ঝড়বিধ্বস্ত জীবনে সঙ্গে লড়াই করে মা তার পাশে থেকেছেন। অন্যদিকে, তিনি যা করেছেন, তাকে ‘আত্মত্যাগ’ বলতে নারাজ বিজয়লক্ষ্মী। ভারতীয় ক্রিকেটের লড়াকু তারকার মায়ের কথায়, তিনি শুধুমাত্র তার দায়িত্ব পালন করেছেন। সূত্র: আনন্দবাজার

জীবননগরের হাসাদাহে বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ ফুটবল

জীবননগর উপজেলার হাসাদাহে বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রবিবার বিকালে হাসাদাহ বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ প্রাঙ্গণে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

খেলায় হাসাদাহ রেনের্সাস ক্লাব একাদশ বনাম জীবননগর খেলোয়ার কল্যাণ সমিতি একাদশ মুখোমুখি হয়। খেলায় হাসাদাহ রেনের্সাস ক্লাব ০-১ গোলে জীবননগর খেলোয়ার কল্যাণ সমিতি একাদশ জয়ী হয়। খেলায়

প্রথমে জীবননগর খেলোয়ার সমিতি একাদশের খেলোয়ার শামিমের বা পায়ের একটি শটে গোল হলে হাসাদাহ রেনের্সাস ক্লাবের খেলোয়ারেরা গোল শোধ করার লক্ষে মরিয়া হয়ে ওঠে। খেলার সময়ের মধ্যে গোল না শোধ করতে না পারায় খেলায় সময় শেষ হলে রেফারির বাঁশি বাজিয়ে দেয়।

খেলাই ম্যান অব দ্য মাচ এর পুরস্কার গ্রহণ করেন জীবননগর খেলোয়ার কল্যাণ সমিতি একাদশের খেলোয়ার শামিম। পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, জীবননগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল সালাম ইশা, বিশেষ অতিথি ছিলেন, হাসাদাহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি ডি এম মতিয়ার রহমান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাসাদাহ ইউনিয়নের যুবলীগের সভাপতি জুম্মত আলী মন্ডল, হাসাদাহ ইউনিয়ন আ.লীগের ৫নং ওয়ার্ডের সভাপতি শুকুর আলী মন্ডল, হাসাদাহ ইউনিয়নের যুবলীগের সহ-সভাপতি মিন্টু মিয়া, যুগ্ম-সম্পাদক তরিকুর ইসলাম, সাংবাদিক আল-আমিন, মনিরুজ্জামান রিপন, বদরুজ্জামান শ্যামল, যুবলীগের নেতা রহিম, লালন মন্ডল, লাল্টু মিয়া, আব্বাস আলী, মাসুম মন্ডল, আলাউদ্দীন প্রমুখ।

খেলায় জীবননগর খেলোয়ার কল্যাণ সমিতি একাদশের অধিনায়কের দায়িত্ব ছিলেন সবুজ ও হাসাদাহ রেনের্সাস ক্লাবের অধিনায়ক সুমন। খেলাই ধারাভ্যাকারে ছিলেন সাব্বির রহমান, রেফারি ছিলেন ইসমাইল; সহকারী ছিলেন হাবিবুর রহমান ও টুটুল।

বিশ্রামে সৌরভ, আইসিসিতে ভারতের প্রতিনিধি এবার জয় শাহ

সৌরভ গাঙ্গুলী নন, আইসিসি’র বোর্ড মিটিংয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) প্রতিনিধি এবার সচিব জয় শাহ। চলতি মাসের শেষের দিকে হবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের এই বোর্ড মিটিং।

নিয়ম অনুযায়ী, আইসিসির সদস্য ভুক্ত দেশগুলোর ক্রিকেট সংস্থার প্রেসিডেন্টই বোর্ড মিটিংয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। এতদিন পর্যন্ত সৌরভই প্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন। কিন্তু ২ জানুয়ারি হৃদরোগে

আক্রান্ত হন সৌরভ। অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হয় তার।

যদিও হাসপাতাল থেকেই আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের ভার্চুয়াল বৈঠক করেন দেশের সাবেক এই অধিনায়ক। বৈঠকে নিজের মতামতও রাখেন তিনি। মহারাজের শারীরিক অবস্থা দেখার পরে ডা. দেবী শেঠী জানিয়ে দিয়েছিলেন, সৌরভ পুরোদস্তুর সুস্থ। সপ্তাহ দুয়েক বিশ্রাম নিয়ে আগের মতোই সব কাজ করতে পারবেন তিনি। বিশিষ্ট এই চিকিৎসক জানিয়েছিলেন, সৌরভ চাইলে ক্রিকেট খেলতে বা ম্যারাথনেও নামতে পারেন। কিংবা প্লেন ওড়াতেও বাধা নেই।

বাড়িতে এখন বিশ্রামে সৌরভ। সেই কারণে দেশের সাবেক অধিনায়কের পরিবর্তে জয় শাহ যাচ্ছেন আইসিসির মিটিংয়ে। তবে ভারতের ক্রিকেটমহলে এই খবরই ছড়িয়ে পড়েছিল অন্যভাবে। সৌরভ নন, এবার থেকে আইসিসি-তে প্রতিনিধিত্ব করবেন জয়। ছড়িয়ে পড়া এই খবরে তৈরি হয় আলোড়ন।

বোর্ডের তরফে কোষাধ্যক্ষ অরুণ ধুমল অবশ্য জানিয়ে দেন, দাদা সদ্য হাসপাতাল থেকে ফিরেছে। বিশ্রামে থাকতে বলা হয়েছে তাকে। এই পরিস্থিতিতে আইসিসির পরবর্তী বোর্ড মিটিংয়ে প্রতিনিধি হিসেবে যাচ্ছে আমাদের সচিব।

সূত্র : সংবাদ প্রতিদিন

ঢাকায় পৌঁছেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল

এক দল নতুন মুখ নিয়ে দুই টেস্ট ও তিন ওয়ানডে খেলতে আজ সকালে ঢাকায় পা রেখেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল। করোনাভাইরাসের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের মূল স্কোয়াডের অনেকেই নেই এই দলে। অন্যদিকে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ দিয়েই প্রায় ১১ মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছে বাংলাদেশ।

তবে ঢাকায় পা রাখার আগেই একটি ধাক্কা খেয়েছে ক্যারিবীয়রা। কভিড-

১৯এর জন্য ওয়ানডে স্কোয়াড থেকে শেষ মুহূর্তে নাম প্রত্যাহার করেছেন রোমারিও শেফার্ড।

সিরিজ শুরু হবে ২০ জানুয়ারি মিরপুরে ওয়ানডে দিয়ে। ২২ জানুয়ারি দ্বিতীয় ওয়ানডেও একই ভেন্যুওতে। ২৫ জানুয়ারি চট্টগ্রামে তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডে। প্রথম টেস্ট ৩-৭ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে এবং ১১-১৫ ফেব্রুয়ারি শেষ টেস্ট মিরপুরে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল সর্বশেষ বাংলাদেশ এসেছিল ২০১৮ সালে। এই সিরিজ দিয়ে এক বছরের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন সাকিব আল হাসান। অবসর না নিলেও সিরিজে বাদ পড়েছেন মাশরাফি বিন মর্তুজা।

চুয়াডাঙ্গায় অনুর্ধ-১৮ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টূর্ণামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গায় মুজিব শতবর্ষ অনুর্ধ-১৮ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টূর্ণামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকেল ৫টায় চুয়াডাঙ্গা চাঁনমারী মাঠে টূর্ণামেন্টের ফাইনাল খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ফাইনালে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা দল ৫ ইউকেটে আলমডাঙ্গা উপজেলা দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দারের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।
আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক

সেলিনা খাতুন, জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাহী সদস্য নাসির আহাদ জোয়ার্দ্দার প্রমুখ।

ঐতিহাসিক লর্ডস স্টেডিয়াম এখন করোনাভাইরাসের টিকাদান কেন্দ্র

করোনাভাইরাসের হানায় বিপর্যস্ত ইংল্যান্ড। দেশটিতে নতুন করে বেড়েছে করোনার প্রকোপ। যদিও গেল সপ্তাহ থেকে সেখানে করোনার টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়েছে। আর এই টিকাদানের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ইংল্যান্ডের হোম অব ক্রিকেট খ্যাত লর্ডস স্টেডিয়ামকে। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দা ও স্বাস্থ্যকর্মীরা টিকা নিচ্ছেন। শুক্রবার সহস্রাধিক লোক লর্ডস গ্রাউন্ড কেন্দ্র থেকে করোনাভাইরাসের টিকা নিয়েছেন।

মূলত মেরিলেবন ক্রিকেট ক্লাব (এমসিসি) ও হেলথ কেয়ার সেন্ট্রাল লন্ডনের যৌথ উদ্যোগে লর্ডসকে টিকাদান কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে এমসিসি’র সেক্রেটারি ও প্রধান নির্বাহী গাই ল্যাভেন্ডার বলেছেন, ‘আমরা আসলে করোনার এই মহামারির সময়ে, বিশেষ করে টিকাদান কর্মসূচিকে প্রমোট করতে চাচ্ছি। হাসপাতাল ও স্থানীয়দের সহায়তা করতে চাচ্ছি।

আমরা ভাগ্যবান যে লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডকে টিকাদান কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধাই রয়েছে। করোনার এই সময়ে জাতীয় স্বাস্থ্যসেবাকে (এনএইচএস) সহায়তা করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আমরা আমাদের এই সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে চাই।’

অবশ্য কেবল লর্ডসই নয়, ইংল্যান্ডের আরো বেশ কয়েকটি স্পোর্টস ভেন্যুই টিকাদান কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অল ইংল্যান্ড ক্লাব। যেখানে উইম্বলডন টেনিস

করোনায় লণ্ডভণ্ড অ্যাস্টন ভিলাকে গুঁড়িয়ে দিলো লিভারপুল

করোনার হানায় লণ্ডভণ্ড অ্যাস্টন ভিলা শিবির। তাই এফএ কাপের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে শক্তিশালী লিভারপুলের বিপক্ষে তরুণদের নিয়ে গড়া অনভিজ্ঞ একটি দল মাঠে নামায় তারা। ফলাফল- লিভারপুল ৪, অ্যাস্টন ভিলা ১। অন্যদিকে, ভিলাকে উড়িয়ে দিয়ে লিভারপুল জায়গা করে নেয় এফএ কাপের চতুর্থ রাউন্ডে।

শুক্রবার রাতে ভিলা পার্কে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ম্যাচের ৪ মিনিটেই সাদিও মানের গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুল। এরপর অবশ্য প্রথমার্ধে আর কোনো গোলের দেখা পায়নি তারা। উল্টো ৪১ মিনিটে পাল্ট আক্রমণে ভিলার ১৭ বছর বয়সী ইংলিশ ফুটবলার লুইয়ি ব্যারি গোল করে সমতা ফেরান।

বিরতির পর ৫ মিনিটের ব্যবধানে তিনটি গোল হজম করে ভিলা। ৬০ মিনিটে ভেইনালদেম গোল করে এগিয়ে নেন দলকে। ৬৩ মিনিটে হেডে সাদিও মানে গোল করে ব্যবধান করেন ৩-১। আর ৬৫ মিনিটে মোহাম্মদ সালাহর নিখুঁদ ফিনিশিংয়ে ব্যবধান হয় ৪-১।